Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 18 - 23
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

জয়বেদের গীতগোবিন্দের উপর পৌরাণিক প্রভাব

মৌমিতা ঘোষ
সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ
শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়
Email ID : moumita2258@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Jayadeva, Gitagovindam, Bhagavata-puanam, Kishna-vasudeva, Bengal-vaishnavism, Bramhavaivatapuranam, Literary Impact, Radhatattva.

Abstract
The main purpose of this article is that how much influenced Gitagovinda by puranic literature. How radhatattva was come and established in Bengali and Sanskrit literature as well as in our culture also.How poet Jayadeva make famous the love story of Radhakrishna see. Krishna story is incomplete without Radha. Gitagovinda plays a famous role in establishing radhatattva in literature. Though there were no mention of Radha in bhagabata puranam. On the other hand radha's name was mentioned in Matsya puranam, Padma puranam, Bramhabaibarta puranam.Gitagovindam has a speciality for the Dasavatar - stotram of Vishnu. Which describes the ten incarnations of Vishnu like Matsya, Baraha, Garura, Bamana, Nrisingha, Parasurama, kalki, Budhha, Krishna etc. So it is cleared that how much impact there in Gitagovinda of various puranas. Although the Brahma - Vaivartha Purana is an ancient work and almost contemporary with Gita Govinda. Therefore, it is necessary to see which book is the Gita Govinda or the Brahma Vaivartha Purana and by whom it was influenced. Chaitanya, a Vaishnava, was fascinated by the tender verses of Gita Govinda. He has brought the popularity of Geet Govind to the world. While the Dasavatar Stotram is an important aspect of his poetry and 'Krishna' is here shown as a Purnavatar, Jayadeva's works are not free from mythological influence. Harekrishna Mukhopadhyay looks for similarities between the two books. In fact, it has many similarities with the Brahmavevarta Purana. In the Brahma - Vaivartha Purana, Radha is the heroine of the Rasleela of Krishna Janmakhanda and again in the Gita Govinda. But there is no mention of Radha in the Bhagavad Gita. But the similarities of Rasleela are present. There are 2 verses from the Bhagavad Puranam which have similerities with Gitagovindam. Thus I tried to find and compare of the few verses between Bhagabata puranam and Gitagovindam and from Bramhabaibarta puranam. And I tried to describe and narrate various names and its importance of Vishnu-Krishna found both on puranas and Gitagovindam.

Discussion

মধুর রসের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের নায়কই হলেন পৌরাণিক বিষ্ণু তথা কৃষ্ণ। বঙ্গ সংস্কৃতিতে কৃষ্টিতে শিল্পে গীতগোবিন্দের যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা বলাই বাহুল্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে বাঙালী জনমাসে তথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনপ্রিয় করেছিলেন এই কবি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জয়দেব যে এত সুন্দর একখানি কাব্য বাঙালী তথা বিশ্ববাসীকে উপহার দিলেন তার আকর/ উপকরণ কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, কোন গ্রন্থের ঘটনার দ্বারাই বা তিনি অনুপ্রাণিত হলেন? উল্লেখ্য ভারতীয় তথা বাঙালী সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে রাধার অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে ছাড়া কৃষ্ণভাবনা সম্পূর্ণ হয় না। যদিও পাহারপুরের মন্দিরে রাধার অস্তিত্ব আমরা আগেই টের পেয়েছি তবুও সাহিত্যে রাধাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় গীতগোবিন্দের ভূমিকা অপরিসীম। সময়টা ১২শ শতক। কিন্তু ভাগবতপুরাণে কোথাও রাধার উল্লেখ আমরা দেখিনি, বৈষ্ণব মতাবলম্বীরা মৎস্য, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণে রাধার উল্লেখ আছে বলে মনে করেন। যদিও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অর্বাচীনকালের রচনা এবং গীতগোবিন্দের প্রায় সমসাময়িক। তাই গীতগোবিন্দ না ব্রক্ষক্ষবৈবর্তপুরাণ কোন গ্রন্থ, কার দ্বারা প্রভাবিত তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। আরেকটি বিশেষ দিক গীতগোবিন্দ কাব্যের, তা হল দশাবতার স্তোত্রম্। বিভিন্ন পুরাণে উপজীব্য বিষয়ই হল বিষ্ণুর দশজন অবতার। তাদের একেক জনকে অবলম্বন করে বিভিন্ন সময়ে গুরাণকারেরা রচনা করেছেন বিভিন্ন পুরাণ, বিভিন্ন অবতারের মহিমার কথা আলাদা আলাদা ভাবে জানতে পেরেছি। বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা বিভিন্ন পুরাণ মতে বিভিন্ন। কিন্তু জয়দেব বিষ্ণুর দশজন অবতারেরই বন্দনা করেছেন। বাংলার বৈষ্ণবধারায় সাহিত্যানুশীলনে বা সাহিত্যচর্চায় গীতগোবিন্দ এক স্থান দখল করে আছে। এটি বৈষ্ণব দে এমনকি চৈতন্যদেবও গীতগোবিন্দের কান্তিকোমল পদাবলীর দ্বারা মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তা পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে। দশবতার স্তোত্রম্ যখন তার কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং 'কৃষ্ণ' এখানে একজন পূর্ণাবতার বলে দর্শিত হয়েছেন তাই জয়দেবের রচনা পৌরাণিক প্রভাব মুক্ত নয়। তাঁর রচনা যেহেতু বৈষ্ণবধর্মী এবং নায়ক শ্রীকৃষ্ণ তাই বৈষ্ণবপুরাণগুলিই তাঁর রচনার উপজীব্য। পুরাণের ঘটনা থেকে নির্যাস নিয়েই তাঁর অমর সৃষ্টি গীতগোবিন্দম্।

আলোচ্য বিষয় জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ কতটা পৌরাণিক তথ্য সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত। প্রথমেই একটি শ্লোকের উল্লেখ করব –

"সান্দ্রানন্দ পুরুন্দরাদি দ্বিবিষবৃন্দেরমান্দাদরা-
দানত্রৈম্মুকুটেন্দ্র নীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিনিরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দ সুন্দর গলম্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে।"[১]

- কৃষ্ণের দেবত্ব ও পৌরাণিক ছাপ জয়দেবের কাব্যে সুস্পষ্ট। যদিও তাঁর কাব্যে কৃষ্ণের প্রেমলীলাই মুখ্য উপজীব্য। জয়দেব 'দিনমণিমন্ডল' আখ্যায় ভূষিত করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। এটি পাওয়া যায় প্রথম সর্গে। বিষ্ণু-কৃষ্ণের সমীভবন ও রূপান্তরের পরিচয়বাহী এই শব্দটি। বারোটি ভিন্ন অধ্যায়ে কৃষ্ণের যে বিভিন্ন নাম দেখি তাও গৌরাণিক। ভাগবতের বিভিন্ন ঘটনা, তাঁর শিশুকালের কথা, কালীয়নাগের হত্যার ঘটনা, দ্বারকার ঘটনা, বৃন্দাবনের ঘটনা জয়দেব দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সর্গে ভাগবতপুরাণ থেকে আরও কিছু ঘটনা চিত্রিত হয়েছে শ্রীগীতগোবিন্দম্-এ। যেমন- পুতনারাক্ষসী বধ, গোবর্ধনরূপ ধারণ করে কৃষ্ণের গোকুলবাসীকে রক্ষার ঘটনা। পৌরাণিক যে নামগুলি জয়দেব তাঁর ১২টি অধ্যায়ে ব্যবহার করেছেন নামকরণে সেগুলি হল মধুসূদন, দামোদর, কেশব, মুকুন্দ, গোবিন্দ, মাধব, পুন্ডরীকাক্ষ, নারায়ণ, লক্ষীপতি, পীতাম্বর। সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দুটি গ্রন্থে রচিত রামলীলার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজেছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবেবর্তপুরাণের সাথে এক্ষেত্রে অনেকাংশে মিল আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখন্ডের রাসলীলার নায়িকা রাধা আবার গীতগোবিন্দেও নায়িকা রাধা। কিন্তু ভাগবতে কোথাও রাধা নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু রাসলীলার সাদৃশ্য বর্তমান। ভাগবতপুরাণের ২টি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হল-

"কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরামিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রয়তা সাধু সাব্বিতি।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 23
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তদেব ধ্রুবমুন্নিণ্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহুদাৎ।।”[২]

“নৃত্যতীগায়তী কাচিৎ কুজন্মপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তোজং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম।”[৩]

এই শ্লোকে উল্লেখিত ঘটনার সাদৃশ্যানুরূপ যে শ্লোকগুলি গীতগোবিন্দে পাওয়া যায় তা হল -
“পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত পঞ্চমরাগম্।।”[৪]

“করতলতালতরলবলয়াবলিকলিত কলস্বনবংশে।
কামরসে মহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে।।”[৫]

আরও একটি বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এবং ভাগবতপুরাণের সাথে ‘গীতগোবিন্দমের’ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

গীতগোবিন্দমের রাধা হলেন নায়িকা তেমনি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আবার রাধাকৃষ্ণের বিবাহের কথা উল্লেখ আছে। গীতগোবিন্দমে ‘বিবাহ’ শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও 'দম্পতি' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘গীতগোবিন্দম্’ - এ এক জায়গায় ‘পতি’ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে (শ্রীরাধাকে স্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে)। এই কথা সমর্থন গীতগোবিন্দমের ৫ম ও ৯২শ সর্গের দুটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হল -
“দম্পত্যোরিহ কোন কোন তমসি বীাবিমিশোরমঃ।[৬(ক)]
কমশরেস্তদস্তুতমভূৎ পর্যমনঃ কীলিতম্।”[৬(খ)]

ভাগবত ও গীতগোবিন্দেমের আরও কিছু শ্লোকের তাৎপর্যগত মিল রয়েছে। পাঠের উদ্দেশ্যে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হল -
ভাগবতপুরাণে শ্লোক-
“তদ্বাগ-বিসর্গো জনতাগ-বিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমান্ধ বত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানিযৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ।।”[৭]

অর্থাৎ - ঈশ্বরের নাম যে কোনো ভাষাতে রচিত হলেও পাঠকগণ তা পড়েন ও শোনেন। অনন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের নামই সমাজ থেকে পাপ দূর করতে সমর্থ। পন্ডিতেরা মনে করেছেন ভাগবতপুরাণের অনুকরণে জয়দেব লিখেছেন -
“বাগদেবতা চরিতচিত্রিতচিত্ত-সঙ্গা
পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্তী।
শ্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্।।”[৮]

দেবী সরস্বতীর ছবি যার মনে আঁকা রয়েছে, পদ্মাবতী তরণ চারণ চক্রবর্তী সেইপদে বাসুদেব প্রণয় কথা সমন্বিত কাব্য রচনা করেছেন। শুধু ভাগবতের ও গীতগোবিন্দের শ্লোকের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে তাই নয় তত্ত্বগত দিক দিয়েও ভাগবতপুরাণ অনুসরণ করেছেন জয়দেবের কাব্য। সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

> “গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদীয় শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ রূপে, শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য রূপেই গ্রহণ করেছেন।”[৯]

অপরপক্ষে আর এক পণ্ডিত ড. সুশীল কুমার দে গীতগোবিন্দের উপর ভাগবতপুরাণে অভাবকে মেনে নেন নি। দ্বিমত পোষন করেছেন। তিনি লিখেছেন –

> "Nor is it probable that the sowice of Jaydeva's inspireation was the Krishna - Gopi legend of the Srimad-Bhagavata, which avoids all direct mention of Radha and describes the autumnal, and not vermal Rasa lila."[১০]

যেহেতু ভাগবতে কোথাও রাধার নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই এবঃ দুটি ভিন্ন সময়ে রাসের উল্লেখ আছে তাই গীতগোবিন্দের উপর পৌরাণিক অভাবকে S. K. Dey অস্বীকার করেছেন সম্পূর্ণভাবে। তবে যেহেতু গীতগোবিন্দ কৃষ্ণবিষয়ক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ, তাই পূর্বসূরী হিসাবে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ভাগবতের যে একেবারে প্রভাব নেই, তাও বলা যায়না। এ প্রসঙ্গে জয়দেবের একটি শ্লোকের উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য (দ্বাদশ অধ্যায়) –

"যঙ্গান্ধর্বকলাসুকীশলমনুধ্যাণঞ্চ যদ্বৈষঞ্চবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্বং জয়দেবপন্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকাতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ও সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দঃ।।"[১১]

অর্থাৎ- যদি বিবেকতত্ত্বে গন্ধর্বকথাকৌশলে, অণনুধ্যানে ও শৃঙ্গারে উৎসাহ থাকে তবে জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ পড়ুন। গীতগোবিন্দ কাব্যে প্রারম্ভেই একটি শ্লোক আছে-

"যদি হরিস্মরণে সরসংমনো
যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়বেদসরস্বতীম্।"[১২]

এখানে কাব্যের অধিকারী নিরূপণ প্রসঙ্গে জয়দেব বলেছেন, তাঁকে হরিস্বরণে সরসিত মন হতে হবে, রসিক হতে হবে, বিলাসকলায় কৌতূহল থাকতে হবে। শুধু শ্রদ্ধান্বিত ও ধীর হলেই হবে না। অপরপক্ষে ভাবতের অধিকারী হবেন 'শ্রদ্ধান্বিত', 'ধীর' (ভাগবতপুরাণ ২০/ ৩৩/ ৩৯)। পুরাণ ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য আলাদা, এই পার্থক্যকে মাথায় রেখেই গীতগোবিন্দের উপর পুরাণের প্রভাব কতটা তা অনুসন্ধান করতে হবে।

ভাগবত যে গীতগোবিন্দম্-এর উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা সহজেই অনুমেয়। বিষ্ণুপুরাণ যেমন ভাগবতকে আলোকিত করছে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ যেমন ভগবতকে অনুপ্রাণিত করেছে, ঠিক তেমনি ভাগবতও গীতগোবিন্দকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে তার আলোচনা উপরিউক্ত অংশে আলোচিত হয়েছে। ভাগবতের অনুরূপ শ্লোক, দৃশ্যকল্পনা গীতগোবিন্দে অনায়াসে পাওয়া যায়। অতমরা আরও কিছু শ্লোক, দৃশ্যপট নিয়ে আলোচনা করব। কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি -

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কশ্মযাপতং।
শ্রবণমঙ্গলং আমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।"[১৩]

আর এই উক্তির সমর্থনে গীতগোবিন্দমে বলা হয়েছে-

"শ্রীজয়দেকবেরিদং, কুরুতে মুদং। মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।।"[১৪]

"ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ণ বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে।।"[১৫]

গীতগোবিন্দের দশাবতারস্তোত্রম্-এর শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারের মান্যতা দিয়ে যে শ্লোকটি আছে তা হল -

> "পৌলস্ত্যম্ জয়তে হলম কলয়তে কারুণ্যম্ শ্রুতন্বতে ম্লেচ্ছান মূর্ছয়তে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যম্ নমঃ।"[১৬]

ভাগবতপুরাণই সর্বপ্রথম অবতারের সংখ্যা কতগুলি তা সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছে। যদিও সেখানে ১০টি অবতারের উল্লেখ নেই। উক্ত শ্লোকটিতে গীতগোবিন্দম্-এ কৃষ্ণকে ১০টি অবতারে মধ্যে পূর্ণ অবতার হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের সম্প্রদায় দাবী করছেন তারাই প্রথম সূচনা করেছিলেন ১০টি অবতারের পূজন। কৃষ্ণকে ভাগবতপুরাণে স্বয়ং ভগবান বলা হয়েছে। ভাগবত ছাড়াও সর্গসিংহাতা এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণের পূর্ণাবতার ভাবনার কথা আছে।

“পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাসীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।”[১৭]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণকে অবতার হিসাবে পূজিত হতে দেখি শ্রীকৃষ্ণকে তাহলে কীভাবে বুঝব জয়দেব তার এই অবতার ভাবনার উৎসরূপে গর্গসংহিতা বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে বেছে নেননি। ভাগবত থেকেই কেন অবতার ভাবনার প্রভাব পড়বে? তাহলে বলতে হয় গর্গসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও ভাগবতের মহিমা কীর্তিত হয়েছে তারাও ভাগবতপুরাণের অনুগামী। জয়দেবের মতো কালজয়ী কবির কাছে তা অজানা নয়। তাই প্রমাণ হয় জয়দেবের অবতার ভাবনা ভাগবতের অনুসরণেই রচিত।

আরও কিছু বিষয়ে ভাগবতের প্রভাব গীতগোবিন্দম্-এর উপর কীভাবে পড়েছে তা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। বস্তুতঃ গীতগোবিন্দম্ এ রাধাপ্রেমের উৎকর্ষতার প্রচারই জয়দেবের প্রধান লক্ষ্য। কেননা ভাগবতে রাধার কোনও উল্লেখ না থাকলেও কিছু বৈষ্ণব সাধকগণ রাধার উপস্থিতির আভাস ভাগবতে দেখিয়েছেন।

“অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়াদহঃ।।”[১৮]

এখানে কোন এক বিশেষ রমণীকে নিয়ে কৃষ্ণের অন্তর্ধানের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। গীতগোবিন্দম্-এর একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হল -

“পদ্মাপয়োধরতটা পরিরম্ভলগ্ন
কাশ্মারমুদ্রিতমুরো মুধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ
স্বেদাম্বুপুরমনুপুরয়তু প্রিয়ং বঃ।।”[১৯]

জয়দেব কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেছেন এইসব বিশেষণ দ্বারা “শ্রিতকমলাকুচমন্ডল, ধৃতকুন্তল, কলিতললিতবনমাল। জয়দেব হরে।”[২০]

Reference:

১. শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম্, ৯ম সর্গ, ১১শ শ্লোক; পৃ-২৯১ কবিজয়দেব ও গীতগোবিন্দম্, ড. হরেকৃষ্ণ মুখার্জী
২. ভাগবতপুরাণ ১০/৩৩/১৩
৩. ভাগবতপুরাণ ১০/৩৩/১৪
৪. গীতগোবিন্দম্ ১/৪১
৫. গীতবোন্দিম্ ৯/৪৫
৬. ক. গীতগোবিন্দম্ ৫ম সর্গ ৯শ শ্লোক
৬. খ. গীতগোবিন্দম্ দ্বাদশ সর্গ চতুর্দশ শ্লোক
৭. ভাগবতপুরাণ ১/৫/১১
৮. গীতগোবিন্দম্ ১/২)
৯. গ্রন্থ: কবিজয়বেদ ও গীতগোবিন্দ, পৃ. ১৩৯

১০. তথ্যঋণ : 'Devotional poetry', History of Sanskrit literature, Vol. I, Page 391, and Edition.
১১. গীতগোবিন্দ, দ্বাদশ সর্গ ২৭ নং শ্লোক
১২. গীতগোবিন্দ ১/৩
১৩. ভাগবত পুরাণ ৯০/৩৯/৯
১৪. গীতগোবিন্দম্ ১/২৫
১৫. গীতগোবিন্দম্ ৭/২৯
১৬. গীতগোবিন্দম্, দশাবতার স্তোত্রম্
১৭. গর্গসংহিতা, গোলোকখন্ডম্ ১ অধ্যায়, নং - ১৮
১৮. ভাগবত পুরাণ ১০/৩০/২৮
১৯. গীতগোবিন্দম্, ১/২৬
২০. গীতগোবিন্দম্ ১/১৭

Bibliography:

কবিরাজ গোপীনাথ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ।
চট্টোপাধ্যায় গীতা, ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।
ড. দাশগুপ্ত সুরেন্দ্রনাথ ও ড. দে সুশীল কুমার, History of Sanskrit Literarure, Vol-1
তর্করত্ন পঞ্চানন সম্পাদিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।
ড. নাথ রাধাগোবিন্দ, শ্রীমদতভাগবতের ভূমিকা।
বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন; বড়ু চণ্ডীদাস।
ড. মজুমদার বিমানবিহারী, চৈতন্যচরিতের উপাদান।
ড. মজুমদার বিমানবিহারী সম্পাদিত, বিস্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত।
ড. বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেন্দ্রনাথ, পঞ্চোপসনা।
মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ সম্পাদিত কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দম্।
মিত্র রাজ্যেশ্বর, প্রাচীন বাংলার সংগীত।
ড. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।